সূরা মুজা-দালাহ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২২
রুকূ ঃ ৩

পারা ২৮

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ ①

১। ক্বদ্ সামি'আল্লা-হু ক্বওলাল্লাতী তুজা-দিলুকা ফী যাওজিহা- অতাশ্‌তাকী ~ ইলাল্লা-হি

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন, যে আপনার সঙ্গে তার স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল, ও স্বীয় ব্যাথা-বেদনার

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ

'আল্লা-হু ইয়াস্‌মা'উ তাহা- য়ুরাকুমা-; ইন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাছীর্ ২। আল্লাযীনা ইয়ুজোয়া-হিরূনা মিন্‌কুম্

ফরিয়াদ করছিল আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ তাদের উভয়ের কথা শ্রবণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।(২) তোমাদের মধ্যে

مِّنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۗـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ

মিন্ নিসা — য়িহিম্ মা-হুন্না উম্মাহা-তিহিম্; ইন্ উম্মাহা-তুহুম্ ইল্লা ল্লা — য়ী অলাদ্‌নাহুম্; অইন্নাহুম্

যারা স্ত্রীদের সঙ্গে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক, তারা তাদের মাতা নয়; কেবল তারাই তাদের মাতা যারা তাদের প্রসবকারিণী,

لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ وَالَّذِيْنَ

লাইয়াক্বূলূনা মুন্‌কারাম্ মিনাল্ ক্বওলি অযূর-; অইন্নাল্লা-হা লা 'আফুওয়্যুন্ গফূর্। ৩। অল্লাযীনা

আর নিশ্চয়ই তারা তো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল,(৩) আর যারা স্ত্রীর

يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ

ইয়ুজোয়া-হিরূনা মিন্ নিসা — য়িহিম্ ছুম্মা ইয়া'উদূনা লিমা- ক্বূলূ ফাতাহ্‌রীরু রক্ববাতিম্ মিন্ ক্ববলি আই

সঙ্গে যিহার করে এবং পরে তা প্রত্যাহার করে, তারা উভয়ে পরস্পর মিলিত হওয়ার পূর্বে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করবে।

يَّتَمَاۗسَّا ۭ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

ইয়াতামা — স্ সা-; যা-লিকুম্ তূ'আজূনা বিহ্; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা খাবীর্। ৪। ফামাল্লাম্ ইয়াজ্বিদ্

এ নির্দেশ থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের সকল খবর রাখেন। (৪) অনন্তর যে এটা করতে

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ

ফাছিয়া-মু শাহ্‌রাইনি মুতাতা- বি'আইনি মিন্ ক্ববলি আই ইয়াতামা — স্ সা-ফামাল্লাম্ ইয়াস্‌তাত্বি' ফাইত্বু'আ-মু

পারবে না, সে পরস্পর মিলিত হওয়ার পূর্বে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে; কিন্তু যার এরও সমর্থ থাকবে না সে ষাটজন

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১ ঃ তৎকালীন আরব দেশে কেউ যদি আপন স্ত্রীকে এরূপ বলত যে, "তুমি আমার মাতার স্থলে অথবা তোমার পিঠ আমার মাতা বা বোনের সমতুল্য।" এমতাবস্থায় সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরতরের জন্য বিচ্ছেদের সূচনা হয়ে যেত। একে ইসলামী পরিভাষায় 'যিহার' বলা হয়। একদা হযরত আউছ ইবনে ছামেত (রাঃ) তার পত্নী খাওয়ালাহ্ বিনতে ছালাবাহ্‌কে বলেছিলেন, "আমার মাতার পিঠ যেমন আমার ওপর হারাম তুমিও আমার বেলায় তেমন।" এ কথা বলার পর তাদের উভয়ের মধ্যে অনুশোচনা হল। হযরত খাওয়ালাহ্ (রাঃ) এ ব্যাপারে নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট ফতোয়া জানতে আসলেন। কারণ তখনও এরূপ উক্তির বেলায় আল্লাহর কোন আদেশ নাযীল হয়নি। এতে নবী কারীম (ছঃ)

سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَ

সিত্তীনা মিস্কীনা-; যা-লিকা লিতু'মিনূ বিল্লা-হি অরাসূলিহ্; অতিল্কা হুদূ'দুল্লা-হি অ
মিসকীন্ খাওয়াবে; এ নির্দেশ এ জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ; এটা আল্লাহর বিধান।

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ

লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুন্ আলীম্। ৫। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুহা — দ্দূ নাল্লা-হা অরসূলাহূ কুবিতূ কামা-কুবিতাল্
কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৫) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা এরূপ লাঞ্ছিত হবে যেমন

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্ অক্বদ্ আন্যাল্না ~ আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-ত্; অলিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন্।
হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। কেননা, আমি তো স্পষ্টভাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছি। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমাননাকর শাস্তি।

﴿٦﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى

৬। ইয়াওমা ইয়াব্'আ ছুহুমু ল্লা-হু জ্বামী 'আন্ ফাইয়ুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা-'আমিলূ; আহ্ছোয়া-হুল্লা-হু অনাসূহ্; অল্লা-হু 'আলা-
(৬) সেদিন আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবিত করে তাদের কৃতকর্ম জানাবেন, আল্লাহ তার হিসেব রেখেছেন; যা তারা ভুলেছে,

১ ع ৬ ১ রুকু

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَا

কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ৭। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব; মা-
আল্লাহ সব কিছুই দেখেন।(৭) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, যা কিছু আসমানে আছে আর যা কিছু যমীনে আছে তার সবই আল্লাহপাক

يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى

ইয়াকূনু মিন্ নাজ্ব ওয়া-ছালা-ছাতিন্ ইল্লা-হুওয়া রা-বি'উহুম্ অলা-খম্সাতিন্ ইল্লা-হুওয়া সা-দিসুহুম্ অলা ~ আদ্না-
জানেন, তিনজনের এমন কোন গোপন আলোচনা হয় না যেখানে তিনি (আল্লাহ) চতুর্থ না হন; আর না পাঁচজনের গোপন আলোচনা

مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ

মিন্ যা-লিকা অলা ~ আক্ছার ইল্লা-হুওয়া মা'আহুম্ আইনা মা-কা-নূ ছুম্মা ইয়ুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা- 'আমিলূ ইয়াওমাল্
হয় যার ষষ্ঠ তিনি নন; কম হোক বা বেশি হোক, তিনি সেখানে থাকেন। তারা যা করে, তা তিনি তাদেরকে পরকালে অবহিত

الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ

ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৮। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা নুহূ 'আনিন্ নাজ্ব ওয়া ছুম্মা
করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা। (৮) যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন?

বললেন, "আমার ধারণা মতে, আপাতত তোমাদের উভয়ের মধ্যকার সম্মিলন ও সম্ভোগের কোন উপায় নেই।" এতে হযরত খাওয়ালাহ্ (রাঃ) স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, ঘর বরবাদ হবে, সন্তান-সন্ততিরা অসহায় অবস্থায় ঘুরা ফিরা করবে, তাদের না কেউ কুশলী হবে আর না থাকবে কোন অভিভাবক, মনে হয়, আমি বৃদ্ধা হয়ে অকেজো হতে চলেছি, তাই আমার বর আমাকে ছুটি দেবার এই পন্থাই উদ্ভাবন করছেন। তখন এ আয়াতে কারীমা নাযীল হয়। শানেনযূল ঃ আয়াত-৮ ঃ নবী কারীমের (ছঃ) মজলিসে এসে ইহুদীরা কানে কানে কথা বলত। মুসলিমদের প্রতি ব্যঙ্গ করত। এতে তাঁরা মনে কষ্ট পেতেন। "আস্সামু আলাইকুম" (তোমার মৃত্যু হোক) বলে নবী কারীম (ছঃ)কে অভিবাদন করত। এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يعودون لما نهوا عنه ويتنجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول ز

ইয়া'উদূনা লিমা-নুহূ 'আন্হু অইয়াতানা-জ্বাওনা বিল্ইছ্মি অল্'উদ্ওয়া-নি অমা'ছিয়াতির্ রসূলি

তারা তাতে লিপ্ত হচ্ছে এবং পাপ, সীমালংঘণ ও রাসূলের বিরোধিতার গোপন পরামর্শ করে থাকে। আর তারা

وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ۙ ويقولون في أنفسهم لولا

অইযা- জ্বা — য়ূকা হাইইয়াওকা বিমা-লাম্ ইয়ুহাইয়্যিকা বিহিল্লা-হু অইয়াক্বূলূনা ফী ~ আন্ফুসিহিম্ লাওলা

আপনার কাছে এসে এমন অভিবাদন করে যা দিয়ে আল্লাহ করেন নি। আর তারা মনে মনে বলে, আমাদের কথায় কেন

يعذبنا الله بما نقول ۚ حسبهم جهنم ۚ يصلونها ۚ فبئس المصير ۝٨ يا أيها

ইয়ু'আয্যিবুনাল্লা-হু বিমা- নাক্বূল্; হাস্বুহুম্ জ্বাহান্নামু ইয়াছ্লাওনাহা-ফাবি"সাল্ মাছীর্। ৯। ইয়া ~ আইয়ুহাল

আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন না ? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস। (৯) হে লোকেরা

الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول

লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-তানা জ্বাইতুম্ ফালা-তাতানা-জ্বাও বিল্ইছ্মি অল্'উদ্ওয়া-নি অমা'ছিয়াতির্ রসূলি

তোমরা যারা মু'মিন! তোমরা যখন গোপন কথা বল তখন পাপ কার্য, সীমালংঘণ ও রাসূলের বিরোধিতায় কানাকানি

وتناجوا بالبر والتقوى ۖ واتقوا الله الذي إليه تحشرون ۝١٠ إنما

অতানা-জ্বাও বিল্বির্রি অত্তাক্বওয়া-; অত্তাক্বুল্লা-হাল্লাযী ~ ইলাইহি তুহ্শারূন্। ১০। ইন্নামান্

করো না। কল্যাণ ও তাক্ওয়ার পরামর্শ করবে। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা যাবে। (১০) নিশ্চয়ই গোপন

النجوى من الشيطن ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا

নাজ্ওয়া-মিনাশ্ শাইত্বোয়া-নি লিইয়াহ্যুনাল্ লাযীনা আ-মানূ অলাইসা বিদ্বোয়া — র্রিহিম্ শাইয়ান্ ইল্লা-

কথা শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, তা মু'মিনদেরকে বিপদে ফেলে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি

بإذن الله ۚ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ۝١١ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل

বিইয্নিল্লা-হ্ অ'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন্। ১১। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-ক্বীলা

করতে পারবে না, একমাত্র আল্লাহর ওপরই সর্ব ব্যাপারে মু'মিনরা নির্ভর করবে। (১১) হে মুমিনরা! যখন তোমাদেরকে বলা হয়

لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم ۚ وإذا قيل انشزوا فانشزوا

লাকুম্ তাফাস্সাহূ ফিল্ মাজ্বা-লিসি ফাফ্সাহূ ইয়াফ্সাহিল্লা-হু লাকুম্ অইযা-ক্বীলান্ শুযূ ফান্শুযূ

মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করে দাও; তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও. আল্লাহ স্থান প্রশস্ত করবেন তোমাদের জন্য। আর যখন

يرفع الله الذين آمنوا منكم ۙ والذين أوتوا العلم درجت ۚ والله بما

ইয়ার্ফাই' ল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ মিন্কুম্, অল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা দারাজ্বা-ত্; অল্লা-হু বিমা-

বলা হয়, উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যেয়ো; তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন ও জ্ঞান প্রাপ্ত আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑫ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ

তা'মালূনা খবীর্। ১২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা -না- জ্বাইতুমুর্ রাসূলা ফাক্বাদ্দিমূ বাইনা
আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম জানেন। (১২) হে মু'মিনরা! তোমরা যখন রাসূলের সঙ্গে গোপনে কথা বলার মনস্থ করবে

يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

ইয়াদাই নাজ্ ওয়া-কুম্ ছদাক্বাহ্; যা-লিকা খইরুল্লাকুম্ অ আত্ব্ হার্; ফাইল্লাম্ তাজ্বিদূ ফাইন্নাল্লা-হা
তখন তার পূর্বে ছাদ্কা করে নেবে । এটা তোমাদেরই কল্যাণ ও পবিত্র থাকার পরিশোধক। তোমরা অক্ষম হলে আল্লাহ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑬ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ

গফূরুর্ রহীম্। ১৩। আ আশ্ফাক্ব্ তুম্ আন্ তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাই নাজ্ ওয়া- কুম্ ছদাক্ব-ত্; ফাইয্ লাম্
অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কষ্ট পাও গোপন কথার পূর্বে কি ছাদ্কাকে ? যখন পারনি, আর

تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ

তাফ্'আলূ অতা-বাল্লা-হু 'আলাইকুম্ ফাআক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা অআত্বী 'উল্লা-হা অ
আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন, তখন কায়েম কর নামায আর যাকাত প্রদান কর; আর আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।

২ ع ৭ ২ রুকু

رَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑭ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

রাসূলাহ্; অল্লা-হু খবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। ১৪। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা তাওয়াল্লাও ক্বওমান্ গদ্বিবাল্
আর আল্লাহ তোমাদের সব কর্ম সম্যক অবগত। (১৪) যারা আল্লাহর অভিশপ্ত তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করেছে তাদরকে কি

اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ *

লা-হু 'আলাইহিম্; মা-হুম্ মিন্কুম্ অলা-মিন্হুম্ অইয়াহ্লিফূনা 'আলাল্ কাযিবি অহুম্ ইয়া'লামূন্।
দেখেননি? তারা না পূর্ণভাবে আপনাদের দলভুক্ত, আর না তাদের দলভুক্ত। তারা জেনে শুনে মিথ্যা কথার উপর কসম করে ফেলে।

⑮ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑯ اِتَّخَذُوْٓا

১৫। আ'আদ্দা ল্লা-হু লাহুম্ 'আযা-বান্ শাদীদা-; ইন্নাহুম্ সা — য়া মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৬। ইত্তাখাযূ ~
(১৫) আল্লাহ এসব লোকদের জন্য কঠোর শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন। নিশ্চয়ই তাদের কর্মসমূহ মন্দ। (১৬) তারা তাদের

শানেনুযূলঃ আয়াত-১২ ঃ কতিপয় লোক বিনা প্রয়োজনে নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট অবান্তর বিষয়ে প্রশ্ন করছিল। কপটচারীরা বহুবার মুসলমানদের ওপর নিজেদের সম্মান বৃদ্ধি এবং নবী কারীম ((ছঃ)-এর সাথে নৈকট্য প্রদর্শনের উদ্দেশে তাঁর নিকট এসে কানে কানে কথা বানিয়ে বলত। নবী কারীম (ছঃ) অধিক প্রশ্ন ও অনর্থক গল্প গুজবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া রসূলুল্লাহ (ছঃ) -এর দরবারে তাদের এ হেন কার্যকলাপ বে-আদবী ও অশিষ্টাচারেরই পরিচায়ক ছিল। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আয়াত-১৩ ঃ উপরের আয়াতটি নাযীল হওয়ার পর অসমর্থ লোকদের দুর্ভোগ বেড়ে গেল। অপরদিকে ছদকা প্রদানের আদেশের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়েছিল। তাই এ আদেশ রহিত করে এ আয়াতটি নাযীল হল।

আয়াত-১৪ ঃ কপটাচারণকারীদের কার্য-কলাপ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতটি নাযীল হয়। তারা ইহুদীদের নিকট গিয়ে মুসলমানদের গোপন কথা প্রকাশ করে দিত এবং তা যখন প্রকাশ পেত তখন তাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, তারা নিজেদের মুসলমান হওয়ার ওপর শত সহস্র মিথ্যা শপথ করত। তাদের এ নেক্কারজনক উদ্দেশ্য ফাঁস করার জন্য এ আয়াতটি নাযীল হয়।

أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧﴾ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ

আইমা-নাহুম্ জুন্নাতান্ ফাছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা -হি ফালাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ১৭। লান্ তুগ্নিয়া 'আন্হুম্
শপথকে ঢাল বানায়। এভাবে তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়। তাদের জন্য অপমানকর আযাব। (১৭) আল্লাহর সামনে

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

আম্ওয়া-লুহুম্ অলা ~ আওলাদুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইয়া-; উলা — য়িকা আছ্হা-বুন্ না-র্; হুম্ ফীহা-
তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে বিন্দুমাত্রও রক্ষা করতে পারবে না, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেথায় তারা

خَالِدُونَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ

খ-লিদূন্। ১৮। ইয়াওমা ইয়াব্'আছুহুমু ল্লা-হু জ্বামী'আন্ ফাইয়াহ্লিফূনা লাহূ কামা-ইয়াহ্লিফূনা লাকুম্
অনন্তকাল অবস্থান করবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন, অনন্তর সেদিন তারা সকলের সামনে মিথ্যা শপথ করবে,

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٩﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ

অইয়াহসাবূনা আন্নাহুম্ 'আলা শাইয়িন্ আলা ~ ইন্নাহুম্ হুমুল্ কা-যিবূন্ ১৯। ইস্তাহ্ওয়াযা 'আলাইহিমুশ্
যেমন এখন তোমাদের সমানে করে, তারা এরূপ ধারণা করবে যে, কিছু পাবে। সাবধান! তারা মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান

الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

শাইত্বোয়া-নু ফাআন্সা-হুম্ যিক্রল্লা-হ্; উলা — য়িকা হিয্বুশ্ শাইত্বোয়া-ন্; 'আলা ~ ইন্না হিয্বাশ্
তাদের ওপর পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অনন্তর সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল, ভালভাবে

الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ

শাইত্বোয়া-নি হুমুল্ খা-সিরূন্। ২০। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুহা — দ্দূনাল্লা-হা অরসূলাহূ ~ উলা — য়িকা
জেনে রেখ শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২০) নিশ্চয়ই যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত

فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢١﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ *

ফিল্ আযাল্লীন্। ২১। কাতাবাল্লা-হু লাআগ্লিবান্না আনা অরুসুলী; ইন্নাল্লা-হা ক্বাও ওয়িইয়ুন্ 'আযীয্।
লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (২১) আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত লিখেরেখেছেন যে, আমি ও আমার রাসূল জয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত।

﴿٢٢﴾ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

২২। লা-তাজ্বিদু ক্বাওমাইঁ ইয়ু"মিনূনা বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি ইয়ুওয়া — দ্দূনা মান্ হা — দ্দাল্লা-হা
(২২) যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্বশীল দেখবেন না। যারা আল্লাহ ও তাঁর

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২২ ঃ বদরযুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ ওবাইদাহ, অপরদিকে কাফেরদের সেনা বাহিনীর মধ্যে ছিল তাঁর মুশরিক পিতা জররাহ। সে আপন পুত্র নিধনের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। হযরত আবূ ওবাইদাহ্ তা টের পেয়ে সুযোগ পাওয়া মাত্র পিতাকে হত্যা করে দিলেন। তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়।

অপর বর্ণনায় আছে –একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পিতা আবূ কাহাফাহ্ তার কুফরী অবস্থায় নবী কারীম ((ছঃ)-এর প্রতি মানহানিকর উক্তি করল আবূ বকর (রাঃ) তার মুখে চপেটাঘাত করলেন। নবী কারীম (ছঃ) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তখন আমার হাতে তলওয়ার থাকলে এ অশ্লীল উক্তির জন্য তার মস্তক ছিন্ন করে দিতাম। তখন তাঁর প্রশংসায় আয়াতটি নাযীল হয়।

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ

অরাসূলাহূ অলাও কা-নূ ~ আ-বা — য়াহুম্ আও আব্‌না — য়াহুম্ আও ইখ্‌ওয়া-নাহুম্ আও আশীরতাহুম্;

রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে ভালবাসেন না, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের সন্তান বা তাদের ভাই বা তাদের

أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ

উলা — য়িকা কাতাবা ফী ক্বুলূ বিহিমুল্ ঈমা-না অ আইয়্যাদাহুম্ বিরূহিম্ মিন্‌হু অ ইয়ুদ্‌খিলুহুম্

পরিবারের লোক হয়। এসব লোকদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে স্বীয় রূহ দ্বারা শক্তিশালী

جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَ

জ্বান্না-তিন্ তাজ্ রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-; রদ্বিয়াল্লা-হু আ'ন্‌হুম্ অ

করে দিয়েছেন। আর তিনি তাদেরকে এমন বেহেশ্‌তে দাখিল করবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা অনন্তকাল

ع ৩ ৯ ৩ রুকু

رَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

রাদ্বূ 'আন্‌হু উলা — য়িকা হিয্‌বুল্লা-হ্; আলা ~ ইন্না হিয্‌বাল্লা-হি হুমুল্ মুফ্‌লিহূন্

অবস্থান করবে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও (আল্লাহ) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তারা আল্লাহর দল। জেন রেখ নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই সফলকাম।

সূরা হাশ্‌র
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৪
রুকূ ঃ ৩

(١) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٢) هُوَ

১। সাব্বাহা-লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ২। হুওয়াল্

(১) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২) তিনিই

ওয়াক্‌ফুন্নবী (সাঃ)

ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ

লাযী ~ আখ্‌ রজাল্লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি মিন্ দিয়া-রিহিম্ লিআওয়্যালিল্ হাশ্‌র্;

সেই আল্লাহ যিনি কিতাবী কাফেরদেরকে প্রথম সমাবেশেই আবাস হতে বহিস্কার করে দিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নি যে, তারা

مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ

মা-জোয়ানান্‌তুম্ আঁই ইয়াখ্‌রুজ্বূ অজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্ মা-নি'আতুহুম্ হুছূনুহুম্ মিনাল্লা-হি ফাআতা-হুমুল্লা-হু

বহিস্কৃত হবে। আর তারা ধারণা করে রেখেছিল যে, দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাবে। ধারণাতীতভাবেই তাদের উপর

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم

মিন্ হাইছু লাম্ ইয়াহ্‌তাসিবূ অক্বাযাফা ফী ক্বুলূ বিহিমুর্ রু'বা ইয়ুখ্‌রিবূনা বুইয়ূতাহুম্

আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হল। আর তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। তারা নিজ হাতেই নিজেদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করল

بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ۝٣ وَلَوْلَا أَنْ

বিআইদীহিম্‌ অ আইদিল্‌ মু"মিনীনা ফা'তাবিরূ ইয়া ~ উলিল্‌ আব্‌ছোয়া-র্‌। ৩। অলাওলা ~ আন্‌

আর মু'মিনদের হাতেও উজাড় করে দিচ্ছিল। হে চক্ষুষ্মানরা! উপদেশ গ্রহণ কর। (৩) আর আল্লাহ তাদের ভাগ্যে নির্বাসনের

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ *

কাতাবা ল্লা-হু 'আলাইহিমুল্‌ জ্বালা — য়া লা'আয্‌ যাবাহুম্‌ ফিদ্দুন্‌ইয়া-; অলাহুম্‌ ফিল্‌ 'আ-খিরতি 'আযা-বুন্‌ না-র্‌।

সিদ্ধান্ত যদি লিখে না রাখতেন, তবে যমীনেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন। আর তাদের জন্য পরকালে আগুনের শাস্তি তো আছেই।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٤ *

৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম্‌ শা — ক্বক্বূল্লা-হা অরসূলাহূ অমাইঁ ইয়ুশা — ক্ব্‌কি ল্লা-হা ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্‌ ই'ক্বা-ব্‌।

(৪) কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে; আর যে আল্লাহর বিরোধী হবে, তবে আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ۝٥

৫। মা-ক্বাত্বোয়া'তুম্‌ মিল্লীনাতিন্‌ আওতারক্‌তুমূহা-ক্ব — য়িমাতান্‌ 'আলা ~ উছূ লিহা-ফাবিইয্‌ নিল্লা-হি অ লিইয়ুখ্‌যিয়াল্‌

(৫) যে খেজুর বৃক্ষ তোমরা কেটেফেলেছ বা তাদের কাণ্ডের ওপর রেখেছ, তা তো আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে, যেন তিনি

الْفَاسِقِينَ ۝٦ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا

ফা-সিক্বীন্‌। ৬। অমা ~ আফা — য়াল্লা-হু 'আলা-রসূলিহী মিন্‌হুম্‌ ফামা ~ আওজাফ্‌তুম্‌ 'আলাইহি মিন্‌ খাইলিঁও অলা-

পাপীদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (৬) আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে গনিমত দিয়েছেন, তা অর্জন করার জন্য তোমরা

رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٧ مَا

রিকা-বিঁও অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়ুসাল্লিত্বু রুসুলাহূ 'আলা-মাইঁ ইয়াশা — য়্‌; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বদীর্‌। ৭। মা ~

না অশ্ব না উষ্ট্র লাগিয়েছ। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। (৭) গ্রামবাসীদের

أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَ

আফা — য়াল্লা-হু 'আলা- রসূলিহী মিন্‌ আহ্‌লিল্‌ ক্বু-রা-ফালিল্লা-হি অলির্‌রসূলি অলিযিল্‌ ক্বু-র্‌বা- অল্‌

নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের নিকট আত্মীয়দের,

শানেনুযূলঃ সূরা হাশর ঃ মদীনা শরীফ হতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে বনী নযীর নামক একটি গোত্রের বাসস্থান ছিল। মুসলমানদের সাথে তাদের সন্ধি চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু তারা গোপনে কাফেরদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। এমনকি একবার নবী করীম (ছঃ) একটি প্রাচীরের পাশে বসে আলাপ করতে ছিলেন, তারা প্রাচীরের উপর থেকে পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছাও করেছিল। সন্ধির বরখেলাফ কার্যে লিপ্ত থাকায় নবী কারীম (ছঃ) বদর যুদ্ধের ষষ্ঠ মাসে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করলেন। বনী নযির বহু মিনতি করাতে অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে, অস্ত্র ব্যতীত মাল-পত্রের মধ্যে যা উটের পিঠে বহন করতে পারে তা নিয়ে সিরিয়াতে গিয়ে বসবাস করবে। তারা বাধ্য হয়েই তা করল। এদের সম্বন্ধেই এ সূরাটি নাযীল হয়। অপর বর্ণনায় আছে- নবী কারীম (ছঃ) তাদের গৃহ ঘেরাও করলে তারা ভীত হয়ে পড়ে। অগত্যা, তারা আশ্রয় প্রার্থনা করলে হুযুর (ছঃ) তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেন এবং মাল-পত্র যা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে তা নিতে অনুমতি দেন। মুসলমানরা তাদের ঘর-বাড়ি ক্ষেত খামার সমস্ত কিছু করায়ত্ব করে নিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের ভূখণ্ড গণীমতের ন্যায় ভাগ করালেন না। নবী কারীম (ছঃ)এর ওপরই তার স্বাধিকার দিয়ে দিলেন। তাই নবী কারীম ((ছঃ) তার অধিকাংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করলেন। এ সূরায় এ ঘটণারই বর্ণনা রয়েছে।

الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ

ইয়াতা-মা-অল্ মাসা-কীনি অব্‌নিস্ সাবীলি কাই লা-ইয়াকূনা দূলাতাম্ বাইনাল্ আগ্‌নিয়া — য়ি মিন্‌কুম্;
এতীমদের, মিস্‌কীনদের ও মুসাফিরদের; যেন তা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা ধনশালী তাদের কবলিত না হয়। আর রাসূল

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

অমা ~ আ-তা-কুমুর্ রসূলু ফাখুযূহু অমা-নাহা-কুম্ 'আন্‌হু ফান্‌তাহূ অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্না ল্লা-হা
তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর; এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর। আর আল্লাহকে ভয়কর।

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ﴿۷﴾ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ

শাদীদুল্ 'ইক্ব্-ব্। ৮। লিল্ ফুক্বারা — য়িল্ মুহাজিরীনাল্ লাযীনা উখ্‌রিজূ মিন্ দিয়া- রিহিম্ অ
নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠিন। (৮) এ সম্পদে হক রয়েছে সেই মুহাজিরদের, যাদেরকে তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি ও

اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ

আম্‌ওয়া-লিহিম্ ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি অ রিদ্বওয়া-নাঁও অ ইয়ান্ ছুরূনা ল্লা-হা অ রসূলাহ্; উলা — য়িকা
ধন সম্পদ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা আল্লাহর্ দয়া ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে।

هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴿۸﴾ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ

হুমুছ্ ছোয়া-দিক্বূন্। ৯। অল্লাযীনা তাবাওয়্যাযূদ্ দা-রা অল্‌ঈমা-না মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ ইয়ুহিব্বূনা মান্
তারাই সত্যবাদী।(৯) আর সেই সব লোকদেরও হক রয়েছে যারা পূর্ব থেকেই মদীনায় অবস্থান করছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা

هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى

হা-জ্বারা ইলাইহিম্ অলা-ইয়াজ্বিদূনা ফী ছুদূরিহিম্ হা-জ্বাতাম্ মিম্মা ~ উতূ অইয়ু"ছিরূনা 'আলা ~
তাদের নিকট হিজরত করে আসে তাদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয় তাতে তারা অন্তরে কোন ঈর্ষা পোষণ

اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

আন্‌ফুসিহিম্ অ লাও কা-না বিহিম্ খাছোয়া-ছোয়াহ্; অমাইঁইয়ূক্বা শুহ্‌হা নাফসিহী ফাউলা — য়িকা হুমুল্
করে না; অভাবী হলেও তারা মুহাজিরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। আর যারা কৃপণতা থেকে নিজদেরকে মুক্ত রেখেছে, এরাই

الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا

মুফ্‌লিহূন্ ।১০। অল্লাযীনা জ্বা — উ মিম্ বা'দিহিম্ ইয়াক্বূলূনা রব্বানাগ্ ফিরলানা-অলিইখ্‌ওয়া-নিনাল
প্রকৃত সফলতা লাভ করবে। (১০) আর যারা পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের সেই

الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ

লাযীনা সাবাক্বূনা বিল্ ঈমা-নি অলা- তাজ্‌'আল্ ফী ক্বুলূবিনা-গিল্লাল্লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা ~ ইন্নাকা
ভাইদেরকেও ক্ষমা করুন, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আমাদের অন্তরে মু'মিনদের জন্য হিংসা রেখো না। হে আমাদের রব!

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

রায়ূফুর রহীম্ ১১। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা না-ফাক্বূ ইয়াক্বূলূনা লিইখ্ওয়া-নিহিমুল্লাযীনা কাফারূ
আপনি দয়াবান, করুণাময়। (১১) আপনি কি সেই মুনাফেকদের অবস্থা দেখেন নি? যারা কিতাবের অনুসারী, তারা তাদের কাফের

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۙ

মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি লায়িন্ উখ্রিজ্তুম্ লানাখ্রুজ্ন্না মা'আকুম্ অলা-নুত্বী'উ ফীকুম্ আহাদান্ আবাদাঁও
ভাইদের বলত, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হব। তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারো কথা মান্য করব না,

وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا

অইন্ ক্বূতিল্তুম্ লানান্ ছুরন্নাকুম্; অল্লা-হু ইয়াশ্হাদু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ১২। লায়িন্ উখ্রিজূ লা-
তোমরা যদি আক্রান্ত হও তবে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তারা একেবারেই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়,

يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۖ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ

ইয়াখ্রুজ্ূনা মা'আহুম্ অলায়িন্ ক্বূতিলূ লা-ইয়ান্ ছুরূনাহুম্ অলায়িন্ নাছোয়ারূ হুম্ লাইয়ুওয়াল্লুন্নাল্
তবে এরা তাদের সাথে কখনও বের হবে না, আর যদি আক্রান্ত হয়, তবে তাদেরকে সাহায্যও করবে না, আর যদি সাহায্য

الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٣﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ

আদ্বা-রা ছুম্মা লা-ইয়ুন্ছোয়ারূন্। ১৩। লা আন্তুম্ আশাদ্দু রহ্বাতান্ ফী ছুদূরিহিম্ মিনা ল্লা-হ্;
করতে যায়ও তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। পরে তারা আর কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) আল্লাহ অপেক্ষা তোমরাই তাদের

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٤﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ

যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বওমুল্ লা-ইয়াফ্ক্বূহূন্। ১৪। লা-ইয়ুক্বাতিলূনাকুম্ জ্বামী'আন্ ইল্লা-ফী ক্বুরম্ মুহাছ্ছনাতিন্
অধিক ভয়ের কারণ, তা এজন্য যে, তারা নির্বোধ। (১৪) একত্রে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, করলেও সুরক্ষিত গ্রামে

أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ

আও মিওঁ অর — য়ি জ্বুদুর্; বা"সুহুম্ বাইনাহুম্ শাদীদ্; তাহ্সাবুহুম্ জ্বামীয়াঁও অ ক্বুলূবুহুম্ শাত্তা-;
বা দূর্গের মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের মধ্যকার যুদ্ধই ভয়ানক। তাদের দেখে মনে হবে তারা সংঘবদ্ধ, কিন্তু আসলে তারা

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَ

যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বওমুল্লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ১৫। কামাছালিল্ লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্ ক্বরীবান্ যা-ক্বূ অ
বিভিন্ন মনের। কেননা, এরা সেই সব লোক যারা নির্বোধ। (১৫) এরা সাজাপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী সেইসব লোকদের ন্যায়ই, আর তাদের

আয়াত-১১ ঃ অত্র আয়াতে বনী নযীরদের বহিষ্কৃত হওয়া ও বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর অধিকার সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। হুযূর (ছঃ) আল্লাহ্র নির্দেশানুরে তা ব্যয় করবেন। পরবর্তী খলীফাদ্বয়ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। (ইবঃ কাঃ)
আয়াত-১৩ ঃ অর্থাৎ হে মুসলমানরা! মুনাফিক, ইহুদী ও কাফিরদের মনে আল্লাহ্র ভয় অপেক্ষা তোমাদের ভয় অধিক। এটি তাদের হীনবুদ্ধিতা। তাদের বুদ্ধি থাকলে বুঝত, আল্লাহই মুসলমানদেরকে আমার উপর বিজয়ী করেছেন। অতএব, তাঁকেই ভয় করা উচিত। (ফতঃ বয়াঃ)
আয়াত-১৪ঃ অর্থাৎ বনী নযীর গোত্র তাদের অযোগ্যতার কারণেই এমন শাস্তি পেয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, তারা মক্কার মুশরিকরা যারা বনী নযীর গোত্রের পূর্বে বদর যুদ্ধে নিহত ও বন্দী হয়েছিল। ইব্নে আব্বাস (রাঃ) এর মতে বনী কাইনুকা উদ্দেশ্য। (তাফঃ হক্কানী)

بَلْ أَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ ۚ

বা- লা আম্‌রিহিম্ অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৬। কামাছালিশ্ শাইত্বোয়া-নি ইয্ ক্ব-লা লিল্‌ইন্‌সা-নিক্ ফুর্

জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (১৬) (মুনাফেকদের) দৃষ্টান্ত শয়তানের মতই, যে মানুষকে বলে, কুফরী কর।

فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ فَكَانَ

ফালাম্মা-কাফারা ক্ব-লা ইন্নী বারী — য়ুম্ মিন্‌কা ইন্নী ~ আখ-ফুল্লা-হা রব্বাল্ 'আ-লামীন্। ১৭। ফাকা-না

যদি কুফরী করে তবে বলে, আমি তোমা হতে সম্পর্ক মুক্ত। আমি বিশ্ব রব মহান আল্লাহকে ভয় করি। (১৭) অনন্তর উভয়ের

ع ٢ ٩ ٥ রুকু

عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ يَا أَيُّهَا

'আক্বিবাতাহুমা ~ আন্নাহুমা-ফিন্না-রি খা-লিদাইনি ফীহা-; অযা-লিকা জ্বাযা — য়ুজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

পরিণাম চিরকাল অবস্থিতির স্থান জাহান্নাম। আর এটাই হল জালিমদের প্রাপ্য। (১৮) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ!

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

লাযীনা আ-মানুত্তাক্বুল্লা-হা অল্ তান্‌জুর্ নাফ্‌সুম্ মা-ক্বাদ্দামাত্ লিগাদিন্ অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকে দেখুক, ভবিষ্যতের জন্য সে কি করেছে? আর আল্লাহকে ভয়কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ

খাবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। ১৯। অলা-তাকূনূ কাল্লাযীনা নাসুল্লা-হা ফাআন্‌সা-হুম্ আন্‌ফুসাহুম্;

তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। (১৯) আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহ হতে উদাসীন হয়ে গিয়েছে

أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ

উলা — য়িকা হুমুল্ ফা-সিক্বূন্। ২০। লা-ইয়াস্‌তাওয়ী ~ আছ্‌হা-বুন্না-রি অ আছ্‌হা-বুল্ জ্বান্নাহ্;

তিনি তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারেই উদাসীন করে দিলেন। তারাই পাপাচারী। (২০) দোযখের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢١﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ

আছ্‌হা-বুল্ জ্বান্না-তি হুমুল্ ফা — য়িযূন্। ২১। লাও আন্‌যালনা- হা-যাল্ কুর্‌আ-না 'আলা- জ্বাবালিল্ লারয়াইতাহূ

পরস্পর সমান নয়। যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (২১) এ কোরআনকে যদি আমি কোন পাহাড়ের ওপর নাযীল

خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

খ-শি'আম্ মুতাছোয়াদ্দি'আম্ মিন্ খশ্‌ইয়াতি ল্লা-হ্; অতিল্‌কাল্ আম্‌ছা-লু নাদ্বরিবুহা-লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্

করতাম, তবে দেখতেন যে, তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছে। মানুষের জন্যই এসব বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত প্রদান

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ

ইয়াতাফাক্কারূন্। ২২। হুওয়াল্লা-হু ল্লাযী লা ~ ইলা-হা ইল্লা হুওয়া 'আ-লিমুল্ গইবি অশ্‌শাহা-দাতি

করে থাকি, যেন তারা গভীরভাবে চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবই তিনি

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

হুওয়ার রহ্‌মা-নুর রহীম ।২৩। হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আল্ মালিকুল্ কুদ্দূসুস্

জানেন। তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়। (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই মালিক, তিনি পবিত্র,

السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا

সালা-মুল্ মু''মিনুল্ মুহাইমিনুল্ 'আযীযুল্ জ্বাব্বা-রুল্ মুতাকাব্বির; সুবহা-নাল্লা-হি 'আম্মা-

তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাদাতা, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রান্ত, তিনিই প্রবল, তিনিই মহান, আল্লাহই সর্ব প্রকার শিরক্ হতে

يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٤﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ

ইয়ুশ্‌রিকূন্ ।২৪। হুওয়া ল্লা-হুল্ খ-লিক্বুল্ বা-রিয়ুল্ মুছোয়াওয়্যিরু লাহুল্ আস্‌মা — য়ুল হুস্‌না-;

পবিত্র মহান। (২৪) তিনি আল্লাহই, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই উদ্ভাবনকারী, তিনিই আকৃতিদাতা, আর তাঁরই জন্য উত্তম নামসমূহ রয়েছে;

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ ৩ ع ৭ ৬ রুকু

ইয়ুসাব্বিহু লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্।

আসমান মণ্ডলী ও যমীনে যা কিছু রয়েছে তার সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছে। তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

সূরা মুম্‌তাহিনাহ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৩
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযূ 'আদুওওয়ি অ 'আদুওয়্যাকুম্ আওলিয়া — য়া তুল্‌কূ্না

(১) হে মু'মিনরা! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের সাথে মিত্রতা কর,

اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ

ইলাইহিম্ বিল্‌মাওয়াদ্দাতি অক্বদ্ কাফারূ বিমা- জ্বা — য়াকুম্ মিনাল্ হাক্ব্‌ক্বি ইয়ুখ্‌রিজূ্নার্ রসূলা

কিন্তু তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা গোপন করে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে নির্বাসিত করেছে এ কারণে যে,

وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ

অইয়্যা-কুম্ আন্ তু''মিনূ বিল্লা-হি রব্বিকুম্; ইন্ কুন্‌তুম্ খারজ্‌তুম্ জ্বিহা-দান্ ফী সাবীলী অবতিগ — য়া

তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ। যদি তোমরা বের হয়ে থাকে, আমার পথে জিহাদ করার জন্য, আমার

مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ

মার্‌দ্বোয়া-তী তুসিররূনা ইলাইহিম্ বিল্ মাওয়াদ্দাতি অআনা আ'লামু বিমা ~ আখ্‌ফাইতুম্ অমা ~ আ'লান্‌তুম্;

সন্তুষ্টি লাভের জন্য তবে কেন তাদেরকে তোমাদের বন্ধু বানাবে? আর তোমারা যা গোপন কর আর যা প্রকাশ্য কর তার সবই

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝٢ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ

অমাইঁ ইয়াফ্'আল্হু মিন্কুম্ ফাক্বদ্ দ্বোয়াল্লা সাওয়া — য়াস্ সাবীল্। ২। ইঁইয়াছ্ক্বফূকুম্ ইয়াকূনূ লাকুম্
আমি-ই অবগত আছি। যে এরূপ করবে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। (২) যদি তোমাদের দুর্বল পায় তবে তারা

اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۞

আ'দা — য়াঁও অইয়াব্সুত্বূ ~ ইলাইকুম্ আইদিয়াহুম্ অআল্সিনাতাহুম্ বিস্ সূ — য়ি অওয়াদ্দূ লাও তাক্ফুরূন্।
তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে। তাদের হাত ও রসনা দিয়ে তোমাদের ক্ষতি করবে। তারা চাইবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

۝٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ

৩। লান্ তান্ফা'আকুম্ আর্হা-মুকুম্ অলা ~ আওলাদুকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াফ্ছিলু বাইনাকুম্; অল্লা-হু
(৩) তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান কেয়ামতে দিবসে তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। তিনি ফয়সালা করে দিবেন।

بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٤ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ

বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ৪। ক্বদ্ কা-নাত্ লাকুম্ উস্ওয়াতুন্ হাসানাতুন্ ফী ~ ইব্রা-হীমা অল্লাযীনা মা'আহূ
আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী ভালভাবে দেখেন। (৪) ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য এক উত্তম

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۡ كَفَرْنَا بِكُمْ

ইয্ ক্ব-লূ লিক্বওমিহিম্ ইন্না বুরয়া — য়ু মিন্কুম্ অমিম্মা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি কাফার্না-বিকুম্
আদর্শ রয়েছে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, আমরা তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া উপাস্য হতে মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ ۝٤

অবাদা বাইনানা- অবাইনাকুমুল্ 'আদা-ওয়াতু অল্ বাগ্দ্বোয়া — য়ু আবাদান্ হাত্তা- তু'মিনূ বিল্লা-হি অহ্দাহূ ~
মানি না, চিরদিন আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা থাকবে। যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করবে। তবে

اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ

ইল্লা- ক্বওলা ইব্র-হীমা লিআবীহি লাআস্ তাগ্ফিরান্না লাকা অমা ~ আম্লিকু লাকা মিনাল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্;
তার বাপের জন্য ইব্রাহীমের উক্তি ছিল– আপনার জন্য ক্ষমা চাইব। এছাড়া আর কোন ক্ষমতা আমার নেই। হে আমাদের

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝٥ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

রব্বানা-'আলাইকা তাওয়াক্কাল্না-অইলাইকা আনাব্না-অইলাইকাল্ মাছীর্। ৫। রব্বানা- লা- তাজ্'আল্না-
রব! আপনার উপরই ভরসা, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন ও আবাসস্থল। (৫) হে আমাদের রব! আমাদেরকে পীড়ন-

শানেনুযূল ঃ আয়াত১ ঃ কাফেরদের পক্ষ থেকে একের পর এক হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ হতে থাকলে নবী কারীম (ছঃ) ৮ম হিজরীতে মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এ বিষয় তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণে সম্পূর্ণ গোপন রাখলেন। বদরী সাহাবী, মুহাজির হযরত হাতেম ইবনে আবী বালতাআহ্ (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাই তিনি নবীজী (ছঃ)-এর এ সিদ্ধান্ত কাফেরদেরকে অবগত করানোর উদ্দেশ্যে সারাহ নামনী এক কাফের মহিলার মাধ্যমে কাফের সরদারের নিকট এ চিন্তা করে পত্র পাঠালেন যে, এর ফলে হয়ত তার পরিজনের উপর কাফেররা অত্যাচার করবে না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٥ لَقَدْ كَانَ

ফিত্‌নাতাল্ লিল্লাযীনা কাফারূ অগ্‌ফির্‌লানা-রব্বানা -ইন্নাকা আন্‌তাল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৬। লাক্বদ্ কা-না

পাত্র করবেন না কাফেরদের; হে আমাদের রব! আমাদেরকে মাপ করুন; আপনিই পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৬) নিশ্চয়ই তাদের

لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ

লাকুম্ ফী হিম্ উস্‌ওয়াতুন্ হাসানাতুল্ লিমান্ কা-না ইয়ার্‌জুল্লা-হা অল্ ইয়াওমাল্ আ-খির্; অমাই ইয়াতাওয়াল্লা-

মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, যে আল্লাহ ও পরকালের আকাঙ্খী। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে

১ ع ৬ ৭ রুকু

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٦ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ

ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গানিইয়ুল্ হামীদ্। ৭। 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়াজ্‌'আলা বাইনাকুম্ অবাইনাল্ লাযীনা

রাখুক আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৭) হয়ত আল্লাহ তোমাদের ও শত্রুদের মাঝে তোমাদের বন্ধুত্ব কায়েম করে দেবেন।

عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٧ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ

'আদাইতুম্ মিন্‌হুম্ মাওয়াদ্দাহ্; অল্লা-হু ক্বাদীর্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ৮। লা-ইয়ান্‌হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্

আল্লাহ মহা শক্তিমান, আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৮) আল্লাহ সেই সব লোকদের সঙ্গে সদাচরণ ও সুবিচার

الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

লাযীনা লাম্ ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ ফিদ্দীনি অলাম্ ইয়ুখ্‌রিজূকুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম্ আন্ তাবার্‌রূহুম্

করতে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কারও করে দেয় নি।

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

অতুক্বসিতূ ~ ইলাইহিম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুক্বসিত্বীন্। ৯। ইন্নামা-ইয়ান্‌হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্ লাযীনা

যারা সুবিচারক আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ তোমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে বারণ করেন কেবল ঐসব লোকদের

قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن

ক্ব-তালূকুম্ ফিদ্দীনি অ আখ্‌রাজূ কুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম্ অজোয়া- হারূ 'আলা ~ ইখ্‌রা-জ্বিকুম্ আন্

সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে আর

تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

তাওয়াল্লাওহুম্ অমাইঁ ইয়া তাওয়াল্লাহুম্ ফাউলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া-লিমূন্। ১০। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~

বহিষ্কার করতে কাফের সাহায্য করেছে। আর যে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে-ই প্রকৃত জালিম। (১০) হে ঈমানদাররা!

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ

ইযা-জ্বা — য়াকুমুল্ মু''মিনা-তু মুহা-জ্বির-তিন্ ফাম্‌তাহিনূহুন্ন; আল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিহিন্না ফাইন্

যখন তোমাদের কাছে মু'মিন নারীরা দেশ ছেড়ে আসে তখন পরীক্ষা করো, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ

'আলিম্ তুমূহুন্না মু''মিনা-তিন্ ফালা-তারজি'উ হুন্না ইলাল্ কুফ্ফা-র্; লা-হুন্না হিল্লুল্লাহুম্ অলা-হুম্
যদি তোমরা বুঝ– যে তারা মু'মিনা, তবে কাফেরদের নিকট প্রেরণ করো না। না, এই নারীগণ ঐ কাফেরদের জন্য হালাল, আর না ঐ

يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ

ইয়াহিল্লুনা লাহুন্; অআ-তূহুম্ মা ~ আন্‌ফাক্বূ; অলা-জুনা-হা 'আলাইকুম্ আন্ তান্‌কিহূহুন্না
'কাফেররা এই নারীদের জন্য হালাল। তারা যা দিয়েছে তা ফেরত প্রদান কর। মোহর দিয়ে তাদেরকে যদি তোমরা বিয়ে কর, তবে তোমাদের

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ

ইযা ~ আ-তাইতুমূ হুন্না উজূ্রহুন্না; অলা-তুম্‌সিকূ বিই'ছোয়ামিল্ কাওয়া-ফিরি অস্‌য়ালূ মা ~ আন্‌ফাক্বূতুম্
কোন দোষ নেই। কাফের নারীদেরকে দাম্পত্য জীবনে রেখো না। তোমারা যা ব্যয় করেছ তা তারা ফেরত নেবো আর

وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

অল্ ইয়াস্‌য়ালূ মা ~ আন্‌ফাক্বূ; যা-লিকুম্ হুক্‌মুল্লা-হ্ ইয়াহ্‌কুমু বাইনাকুম্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।
কাফেররাও ফেরত নেবে তারা যা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর নিয়ম. তিনিই ফয়সালা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ ﴿١١﴾

১১। অইন্ ফা-তাকুম্ শাইয়ুম্ মিন্ আয্‌ওয়া-জ্বিকুম্ ইলাল্ কুফ্ফা-রি ফা'আ-ক্বাবতুম্ ফা'আ- তুল্লাযীনা যাহাবাত্
(১১) যদি তোমাদের কোন স্ত্রী কাফেরের কাছে চলে যায়, আর তোমাদেরও সুযোগ আসে, তবে যার স্ত্রীহাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে

أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا

আয্‌ওয়া-জুহুম মিছ্‌লা মা ~ আন্‌ফাক্বূ; অত্তাকুল্লা হাল্লাযী ~ আন্‌তুম্ বিহী মু''মিনূন্। ১২। ইয়া ~ আইয়্যুহান্
তাকেও সে পরিমাণ প্রদান কর যে পরিমাণ সে তার জন্য ব্যয় করেছে। আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ। (১২) হে

النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا

নাবিয়্যু ইযা-জ্বা — য়াকাল্ মু''মিনা-তু ইয়ুবা-ইয়ি'নাকা 'আলা ~ আল্লা-ইয়ুশ্‌রিক্‌না বিল্লা-হি শাইয়াঁও অলা-
নবী! মু'মিন নারীরা যখন আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে আসে যে, আল্লাহর সাথে তারা শরীক করবে না এবং চুরি

يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ

ইয়াস্‌রিক্বূ না অলা ইয়াযনীনা অলা-ইয়াক্বূতুল্না আওলা-দাহুন্না অলা-ইয়া''তীনা বিবুহ্‌তা-নি ইয়াফ্‌তারীনাহূ
করবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আর জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে

بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ

বাইনা আইদীহিন্না অ আর্‌জুলিহিন্না অলা- ইয়া'ছীনাকা ফী মা'রূফিন্ ফাবা-য়িয়ি'হুন্না অস্‌তাগ্‌ফির্ লাহুন্নাল্
রটাবে না, আর সৎকাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কাছে তাদের

اللهُ ۖ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রহীম্। ১৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাতাঅল্লাও ক্বওমান্ গাদ্বিবাল্

জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) হে মু'মিনরা! তোমরা ওই সম্প্রদায়কে তোমাদের বন্ধু বানিও না যারা

اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

লাহু 'আলাইহিম্ ক্বদ্ ইয়ায়িসূ মিনাল্ আ-খিরতি কামা-ইয়ায়িসাল্ কুফ্‌ফা-রু মিন্ আছ্‌হা-বিল্ ক্বুবূর্।

অভিশপ্ত আল্লাহর। তারা তো পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যেমন কাফেররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে রয়েছে।

সূরা ছোয়াফ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৪
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا

১। সাব্বাহা লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

(১) আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তার সব কিছুই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) হে

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا

লাযীনা আ-মানূ লিমা-তাক্বূলূনা মা-লা-তাফ্'আলূন্। ৩। কাবুরা মাক্ব্‌তান্ ই'ন্দাল্লা-হি আন্ তাক্বূলূ

মু'মিনরা! যা তোমরা করছ না, এমন কথা কেন বলছ? (৩) আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যাপার যে, তোমাদের এমন

مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ

মা-লা- তাফ্'আলূন্। ৪। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ লাযীনা ইয়ুক্ব-তিলূনা ফী সাবীলিহী ছোয়াফ্‌ফান্ কাআন্নাহুম্

কথা বলা যা তোমরা কর না। (৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সব লোকদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে

بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَّعْلَمُونَ

বুন্‌ইয়া-নুম্ মার্‌ছূছ্। ৫। অইয্ ক্ব-লা মূসা- লিক্বওমিহী ইয়া-ক্বওমি লিমা-তু"যূনানী অক্বত্ তা'লামূনা

সুদৃঢ় সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। (৫) মূসা তার কাওমকে বলল, হে আমার কওম! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, তোমরা তো

أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللهُ لَا يَهْدِي

আন্নী রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম্; ফালাম্মা-যা-গূ ~ আযা-গল্লা-হু ক্বুলূবাহুম্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্‌দিল্

জান, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল? যখন বাঁকা হল, আল্লাহও তাদের অন্তরকে বাঁকা করলেন। আর আল্লাহ এরূপ

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১ঃ যুদ্ধে আসার পূর্বে কিছু কিছু লোক যুদ্ধের আকাঙ্খা প্রকাশ করত। কিন্তু যখনই যুদ্ধের আদেশ নাযিল হল, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হতে লাগল। তখন আল্লাহ বলেন, এ কথায় আল্লাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট যে, কেউ মুখে যা প্রতিশ্রুতি দেয় সে অনুসারে কাজ করে না। ছহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, মুখে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তদানুসারে আ'মল না করা, দৈনন্দিনের কথা-বার্তায় মিথ্যা বলা এবং আমানতে খেয়ানত করা এগুলো খাঁটি মুসলমানের চিহ্ন নয়। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪ঃ যে অট্টালিকার প্রাচীর সীসা ঢালা সে অট্টালিকা যেমন অপ্রতিরোধ্য তেমনি আল্লাহর পথে যিহাদকারীরা শত্রুর মোকাবেলায় তেমনি মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পশ্চাদপদ হয় না।

মঞ্জিল ● ৭ ২ ع ৯ ৮ রুকু

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٦ وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ

ক্বওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ৬। অইয্ ক্ব-লা 'ঈসাব্‌নু মার্‌ইয়ামা ইয়াবানী ~ ইস্‌র — ঈলা ইন্নী রসূলুল্

পাপীদের হেদায়েতের পথ দেখান না। (৬) আর স্মরণ কর, যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা বলল, হে বনী ইস্রাঈল! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর

اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ

লা-হি ইলাইকুম্ মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা-বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত তাওর-তি অমুবাশ্‌শিরম্ বিরাসূলিঁই ইয়া"তী

প্রেরিত রাসূল হিসাবে তোমাদের নিকট এসেছি, আর আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের সমর্থক এবং আমি সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যিনি

مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ وَ

মিম্ বা'দিস্‌মুহূ ~ আহ্‌মদ্; ফালাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ বিল্ বাইয়্যিনা-তি ক্ব-লূ হা-যা সিহ্‌রুম্ মুবীন্।৭। অ

আমার পরে আসবেন, এবং যাঁর নাম আহ্‌মাদ। অনন্তর যখন প্রমাণসহ আসল, বলল, এটা প্রকাশ্য যাদু। (৭) আর যে

مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ

মান্ আজ্‌লামু মিম্মানিফ্‌তার- 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা অহুওয়া ইয়ুদ্'আ ~ ইলাল্ ইস্‌লা-ম্; অল্লা-হু

ইসলামের প্রতি আহ্বানের পরও যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে ? আর আল্লাহ

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ

লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ৮। ইয়ুরীদূনা লিইয়ুত্ব্ ফিয়ূ নূরল্লা-হি বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্ অল্লাহু

জালীমদেরকে হেদায়েতের পথ দেখান না। (৮) তারা আল্লাহর নূর ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার

مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٩ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ

মুতিম্মু নূরিহী অলাও কারিহাল্ কা-ফিরূন্। ৯। হুওয়াল্লাযী আর্‌সালা রাসূলাহূ বিল্ হুদা অদীনিল্

নূর পূর্ণ বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ রাসূল প্রেরণ করলেন,

১ ع ৯ ৯ রুকু

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝١٠ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

হাক্ব্ ক্বি লিইয়ুজ্ হিরাহূ 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী অলাও কারিহাল্ মুশ্‌রিকূন্। ১০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা

যেন অন্য সকল দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (১০) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ!

اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١١ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

আ-মানূ হাল্ আদুল্লু-কুম্ 'আলা- তিজ্বা-রতিন্ তুন্‌জ্বীকুম্ মিন্ 'আযা-বিন্ আলীম্। ১১। তু"মিনূনা বিল্লা-হি

এমন বাণিজ্যের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব, যা তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (১১) তোমরা ঈমান আনবে

وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

অরসূলিহী অতুজ্বা- হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্‌ওয়া লিকুম্ অ আন্‌ফুসিকুম্; যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম্

আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্। ১২। ইয়াগ্ফির লাকুম্ যুনূবাকুম্ অ ইয়ুদ্খিল্কুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্
জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (১২) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, আর এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে

الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ

আন্হা-রু অ মাসা-কিনা ত্বোয়াইয়িবাতান্ ফী জ্বান্না-তি আদ্ন; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ১৩। অউখ্রা-
নহরসমূহ প্রবাহিত, আর চিরস্থায়ী অবস্থানের জান্নাতে উত্তম আবাস, এটা মহা সাফল্য। (১৩) আর তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি

تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

তুহিব্বূনাহা-; নাছ্রুম্ মিনাল্লা-হি অফাত্হুন্ ক্বরীব্; অবাশ্শিরিল্ মু'মিনীন্। ১৪। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ
অনুগ্রহ, তা হল আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়,(হে রাসূল আপনি) মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিন।(১৪) হে মু'মিনরা!

كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى

কূনূ ~ আন্ছোয়া-রল্লা-হি কামা-ক্বা-লা 'ঈসাব্নু মার্ইয়ামা লিল্ হাওয়া-রিয়্যীনা মান্ আন্ছোয়া-রী ~ ইলা
তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম হাওয়ারীদেরকে বলল, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী

اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ

ল্লা-হ্; ক্বা-লাল্ হাওয়া-রিয়্যূনা নাহ্নু আন্ছোয়া-রুল্লা-হি ফাআমানাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্ বানী ~ ইস্র — য়ীলা
হবে? হাওয়ারীরা বলল, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হব। বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে হতে একদল লোক ঈমান আনল,

وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۚ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ۞

অকাফারাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুন্ ফাআইইয়াদ্নাল্ লাযীনা আ-মানূ 'আলা- 'আদুওওয়িহিম্ ফাআছ্বাহূ জোয়া-হিরীন্।
আর একদল লোক কাফের থেকে গেল। অতএব আমি শত্রুদের মোকাবেলায় ঈমানদারদেরকে সাহায্য করলাম, তারা বিজয়ী হল।

ع ২ ৫ ১০ রুকু

সূরা জুমু'আহ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ২

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ ﴿١﴾

১। ইয়ুসাব্বিহু লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্বিল্ মালিকিল্ ক্বুদ্দূসিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্।
(১) যা আকাশে আছে ও পৃথিবীতে আছে তার সমুদয় বস্তুই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে, যিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ﴿٢﴾

২। হুওয়াল্লাযী বা'আছা ফিল্ উম্মিয়্যীনা রসূলাম্ মিন্হুম্ ইয়াত্লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিহী অ ইয়ুযাক্কীহিম্
(২) তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন, যে তাদেরকে আয়াত শ্রবণ করায়, তাদেরকে পবিত্র করে বাতিল

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٣ وَّ

অইয়ু'আল্লিমুহুমুল্ কিতা-বা অল্হিক্মাতা অইন্ কা-নূ মিন্ ক্বব্লু লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীনি। ৩। অ
আকায়েদ ও মন্দ চরিত্র হতে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় ইতোপূর্বে এরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। (৩) আর

اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٤ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ

আ-খরীনা মিনুহুম্ লাম্মা-ইয়াল্হাক্বূ বিহিম্; অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৪। যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি ইয়ু"তীহি
তাঁকে পাঠানো হয়েছে অন্যান্যদের জন্যও, যারা শামিল হয় নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (৪) তা আল্লাহর অনুগ্রহ,

مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٥ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ

মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম্। ৫। মাছালুল্লাযীনা হুম্মিলুত্তাওর-তা ছুম্মা লাম্
তিনি যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করে থাকেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।(৫) তওরাত অর্পণের পর যারা তদানুযায়ী আমল করেনি,

يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ

ইয়াহ্মিলূহা-কামাছালিল্ হিমা-রি ইয়াহ্মিলু আস্ফা-র-; বি''সা মাছালুল্ ক্বওমিল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্
তাদের অবস্থা ঐ গর্দভের অবস্থার ন্যায় যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করেছে। আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীর দৃষ্টান্ত কতই না

اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٦ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ

লা-হ্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ৬। কুল্ ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা হা-দূ ~ ইন্ যা'আম্তুম্
নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ জালিমদেরকে সৎ পথ দেখান না। (৬) আপনি তাদেরকে বলুন, হে ইহুদীরা! যদি তোমরা ধারণা কর যে,

اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٧ وَلَا

আন্নাকুম্ আওলিয়া — য়ু লিল্লা-হি মিন্ দূনিন্ না-সি ফাতামান্নাওয়ুল্ মাওতা ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৭। অলা
অন্যান্য মানুষের মধ্যে তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) আর তারা

يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٨ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ

ইয়াতামান্নাওনাহূ ~ আবাদাম্ বিমা-ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম্ অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জোয়া-লিমীন্। ৮। ক্বুল্ ইন্নাল্ মাওতাল
কখনই তা কামনা করবে না, তাদের কৃতকর্মের শাস্তির ভয়ের কারণে, আল্লাহ জালিমদেরকে চেনেন। (৮) বলুন, যে

الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

লাযী তাফির্রূনা মিন্হু ফাইন্নাহূ; মুলা-ক্বীকুম্ ছুম্মা তুরদ্দূনা ইলা-'আ-লিমিল্-গইবি অশশাহা-দাতি
মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করতে চাও, তা একদিন তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, পরে অদৃশ্য-দৃশ্যের জ্ঞানীর

আয়াত-৩ ঃ এ কথা দ্বারা আরবী, আ'যমী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত উম্মতই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখনও যারা ইসলাম গ্রহণ বা জন্ম গ্রহণ করে নি, তারাও ইসলাম গ্রহণ করলে এ উম্মতের মধ্যে শামিল হবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-৪ ঃ অর্থাৎ তিনি রাসূল (ছঃ) কে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন এবং এ উম্মতকে এতো বড় মর্যাদাশীল রাসূল দান করলেন। অতএব, আল্লাহ্র এ অবদানের কারণে তিনি প্রশংসারযোগ্য। আর মুসলমানদেরও উচিত এই 'ইনাম ও অবদানের কদর করা এবং রাসূল (ছঃ) এর শিক্ষা-দীক্ষায় উপকৃত হতে বিন্দুমাত্রও অলসতা না করা। (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-৫ ঃ অর্থাৎ ইহুদীদের উপর তাওরাতের বোঝা রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। (ফাওঃ ওছঃ)

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن

ফাইয়ুনাব্বিয়ুকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৯। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-নূদিয়া লিছছলা-তি মিঁই
কাছে যাবেই, কৃতকর্ম অবগত করানো হবে।(৯) হে ঈমানদারা! জুমার দিনে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা

يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

ইয়াওমিল্ জুমু'আতি ফাস্'আও ইলা- যিক্বরিল্লা-হি অযারুল্ বাই'আ যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্।
হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে প্রতি ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

১০। ফাইযা- ক্বুদ্বিয়াতিছ্ ছলা-তু ফান্তাশিরূ ফিল্ আরদ্বি অবতাগূ মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি অয্কুরুল্
(১০) নামায শেষে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং এ সময় বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ

اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١١ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ

লা-হা কাছীরল্ লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ১১। অইযা রয়াও তিজা- রতান্ আও লাহওয়া নিন্ ফাদ্দূ ~ ইলাইহা-অতারকূকা
করবে, যেন সফল হও। (১১) আর যখন তারা ব্যবসা ও তামাশা দেখে তখন তারা, আপনাকে ছেড়ে সেদিকে ছুটে যায়।

قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

কু — য়িমা-; কুল্ মা- 'ইন্দাল্লা-হি খইরুম্ মিনাল্লাহ্ওয়ি অমিনাত্তিজা-রহ্; অল্লা-হু খইরুর্ র-যিক্বীন্।
বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া ও ব্যবসায়ের বস্তু হতে অনেক অনেক বেশি উত্তম; আল্লাহই উত্তম রিযিক্দাতা।

সূরা মুনা-ফিক্বূন্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ২

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۘ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۖ

১। ইযা-জ্বা — য়াকাল্ মুনা-ফিক্বূনা ক্বালূ নাশ্হাদু ইন্নাকা লারাসূ লুল্লা-হ্। অল্লা-হু ইয়া'লামু ইন্নাকা লারসূলুহ্;
(১) মুনাফেকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনিই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝٢ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ

অল্লা-হু ইয়াশ্হাদু ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা লাকা-যিবূন্। ২। ইত্তাখাযূ ~ আইমা-নাহুম্ জুন্নাতান্ ফাছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল
আপনি রাসূল! আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী। (২) তারা শপথকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর আল্লাহর পথে

اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ

লা-হ্; ইন্নাহুম্ সা — য়া মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ফাতুবি'আ 'আলা-
বাঁধ সাধে। তাদের কর্ম কতই না নিকৃষ্ট। (৩) এটা এ কারণে যে, তারা ঈমান এনে কুফরী করেছে, ফলে তাদের অন্তরে

قلوبهم فهم لا يفقهون ۝٤ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ۖ وإن يقولوا

ক্বূলূবিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়াফ্ক্বাহূন্। ৪। অইযা-রায়াইতাহুম্ তু'জ্বিবুকা আজ্সা-মুহুম্; অইঁ ইয়াক্বূলূ

মোহর মেরে দিয়েছেন। তারা বুঝে না। (৪) আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন সু-আকৃতিই মনে হবে; আর তারা যদি কথা বলতে

تسمع لقولهم ۖ كأنهم خشب مسندة ۖ يحسبون كل صيحة عليهم ۖ هم

তাস্মা-লিক্বওলিহিম্; কায়ান্নাহুম্ খুশুবুম্ মুসান্নাদাহ্; ইয়াহ্সাবূনা কুল্লা ছোয়াইহাতিন্ 'আলাইহিম্; হুমুল্

থাকে আপনি তাদের কথা শ্রবণ করবেন। তারা যেন ঠেশ লাগান কাঠ। তারা প্রত্যেক শব্দকেই ভয় পায়। তারাই আপনার শত্রু,

العدو فاحذرهم ۚ قاتلهم الله ۖ أنى يؤفكون ۝٥ وإذا قيل لهم تعالوا

আ'দুওয়ু ফাহ্যার্হুম্;ক্ব-তালাহুমুল্লা-হু আন্না- ইয়ু''ফাকূন্। ৫। অইযা-ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও

আপনি তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন! তারা কোথায় ফিরছে?(৫) যখন বলা হয়, আস। রাসূল

يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ۝

ইয়াস্তাগ্ফির্ লাকুম্ রসূলুল্লা-হি লাওঁয়্যাও রুয়ূসাহুম্ অরয়াইতাহুম্ ইয়াসুদ্দূনা অহুম্ মুস্তাক্বিরূন্।

তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইবেন, তখন তারা মাথা ফিরায় এবং আপনি তাদের দেখবেন তারা অহংকারের সাথে ফিরে যায়।

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ۖ لن يغفر الله لهم ۖ إن الله

৬। সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইহিম্ আস্তাগ্ফার্তা লাহুম্ আম্ লাম্ তাস্তাগ্ফির্ লাহুম্; লাইঁ ইয়াগ্ফিরল্লা-হু লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা

(৬) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা চান বা না চান, তাদের জন্য সবই সমান, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ

لا يهدي القوم الفاسقين ۝٦ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند

লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ৭। হুমুল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা লা-তুন্ফিক্বূ 'আলা-মান্ 'ইন্দা

পাপাচারীদেরকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে, আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয়

رسول الله حتى ينفضوا ۗ ولله خزائن السموت والأرض ولكن

রাসূলিল্লা-হি হাত্তা ইয়ান্ফাদ্বদ্বূ; অলিল্লা-হি খাযা — য়িনুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অলা-কিন্নাল্

করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সরে পড়ে। মূলতঃ আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডারসমূহ আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে কিন্তু

المنفقين لا يفقهون ۝٧ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز

মুনা-ফিক্বীনা লা-ইয়াফ্ক্বাহূন্। ৮। ইয়াক্বূলূনা লায়ির্ রাজ্বা'না ~ ইলাল্ মাদীনাতি লাইয়ুখ্রিজ্বান্নাল্ আ'আয্যু

মুনাফিক্রা তা বুঝে না। (৮) তারা এরূপই বলে যে, মদীনায় ফিরে আমরা দুর্বলদেরকে অবশ্যই সেখান থেকে বের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮ঃ কোন এক সফরে একজন মুহাজির ও একজন আনসার পরস্পর কলহরত হলে রাসূল(ছঃ) তাদেরকে মিলিয়ে দিলেন। মুনাফিকরা পিছনে বলল, আমরা তাদেরকে আমাদের শহরে স্থান না দিলে আমাদের সম্মুখীন কি করে হত? একজন অপরজনকে বলল, তোমরাই তো তাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছ। ফলে এরা রাসূল (ছঃ) এর নিকটে একত্রিত থাকে, খোজ-খবর নেয়া বন্ধ করে দিল, তারা ছড়িয়ে পড়বে, একজন বলে উঠল, এ সফর হতে মদীনা পৌছলে আমাদের অসম্মানীদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে দিবে। জনৈক ছাহাবী এ কথাগুলো শুনে রাসূল (ছঃ) এর নিকট বলে দিলে, তিনি মুনাফিকদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা শপথ করে বলল, ছাহাবী আমাদের সাথে শত্রুতার কারণে মিথ্যা বলেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (মুঃ কোঃ)

مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا

মিন্হাল্ আযাল্; অলিল্লা-হিল্ ই'য্যাতু অলিরসূলিহী অলিল্মু"মিনীনা অলা-কিন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা লা-

করে দেব। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা ১

يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ع ৮ ১৩

ইয়া'লামূন্। ৯। ইয়া ~ আইয়ু হাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তুল্হিকুম্। আমওয়া-লুকুম্ অলা ~ আওলা-দুকুম্ 'আন্ রুকু

অবগত নয়। (৯) হে ঈমানদাররা! তোমাদেরকে যেন নিবৃত্ত করতে না পারে! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের

ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠﴾ وَأَنْفِقُوا

যিক্রিল্লা-হি অমাঁই ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা ফাউলা — ইকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ১০। অআন্ফিক্বূ

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে। আর এরূপ যারা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১০) আমি তোমাদেরকে যা প্রদান

مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ

মিম্মা-রযাক্ব্না-কুম্ মিন্ ক্বব্লি আইঁ ইয়া"তিয়া আহাদাকুমুল্ মাওতু ফাইয়াক্বূলা রব্বি

করছি তা থেকে তোমরা খরচ কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; নচেৎ সে বলবে; হে আমার রব! আমাকে আরো

لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

লাওলা ~ আখ্খার্তানী ~ ইলা ~ আজ্বালিন্ ক্বারীবিন্ ফাআছ্ছোয়াদ্দাক্ব অআকুম্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্।

কিছু কালের জন্য অবকাশ প্রদান করলে আমি দান-খয়রাত করে দিতাম, আর আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। ২

﴿١١﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ع ৩ ১২

১১। অলাইঁ ইয়ুয়াখ্খিরল্লা-হু নাফ্সান্ ইযা-জ্বা — য়া আজ্বালুহা-; অল্লা-হু খবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। রুকু

(১১) আর যখন নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে তখন আর আল্লাহ কাকেও অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ তোমাদের কর্ম জানেন।

সূরা তাগা-বুন্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৮
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ

১। ইয়ুসাব্বিহু লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি লাহুল্ মুল্কু অলাহুল্ হাম্দু অহুওয়া 'আলা-

(১) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে। সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, আর সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনি

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ২। হুওয়াল্ লাযী খলাক্বকুম্ ফামিন্কুম্ কা-ফিরুঁও অমিন্কুম্ মু"মিন্; অল্লা-হু বিমা-

সর্বশক্তিমান। (২) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের হল, কেউ মু'মিন হল। আল্লাহ

تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج

তা'মালূনা বাছীর্। ৩। খলাক্বস্ সামা- ওয়া- তি অল্ আর্দ্বোয়া বিল্হাক্ব ক্বি অছোয়াওয়্যারকুম্ ফাআহ্সানা ছুঅরকুম্
তোমাদের কার্যাবলী দেখেন। (৩) আসমানসমূহ ও যমীন তিনিই যথাযথভাবে সৃষ্টি করলেন, তোমাদেরকে উত্তম আকৃতি প্রদান

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا

অইলাইহিল্ মাছীর্। ৪। ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অ ইয়া'লামু মা-তুসিরূরূনা অমা-
করলেন, আর একদিন তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (৪) আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে তিনি জানেন, গোপন-প্রকাশ্য

تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز

তু'লিনূন্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ৫। আলাম্ ইয়া''তিকুম্ নাবায়ুল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাব্লু
জানেন। আল্লাহই অন্তর্যামী। (৫) তোমাদের নিকট কি পূর্বের কাফেরদের খবর আসে নি? নিজেদের খারাপ কর্মফল

فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٥ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ

ফাযা-কু অবা-লা আম্রিহিম্ অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৬। যা-লিকা বিআন্নাহূ কা-নাত্ তা''তীহিম্
ভুগেছে। যন্ত্রাদায়ক শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য। (৬) কেননা, রাসূলগণ স্পষ্ট আয়াতসহ আগমন করলে তারা বলত,

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط

রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি ফাক্বা-লূ ~ আবাশারুঁই ইয়াহ্দূনানা- ফাকাফারূ অতাওয়াল্লাওঁ অস্তাগ্নাল্লা-হ্;
মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? তাই তারা কুফরী করল ও বিমুখ হল, এতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না।

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٦ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ

অল্লা-হু গনিইয়ুন্ হামীদ্। ৭। যা'আমাল্লাযীনা কাফারূ ~ আল্লাঁই ইয়ুব্'আছূ; কুল্ বালা- অরব্বী লাতুব্'আছুন্না
আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত। (৭) কাফেররা ধারণা করে যে, পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, নিশ্চয়, রবের শপথ! অবশ্যই

ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

ছুম্মা লাতুনাব্বায়ুন্না বিমা-'আমিল্তুম্; অযা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্। ৮। ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরসূলিহী
পুনরুত্থিত হবে। পরে কর্মের খবর পাবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (৮) ঈমান আন আল্লাহ, রাসূল ও নাযীলকৃত

وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

অন্নূ রিল্লাযী ~ আন্যাল্না-; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা খবীর্। ৯। ইয়াওমা ইয়াজ্মা'উকুম্ লিইয়াওমিল্ জ্বাম্'ই
নূরের প্রতি। আল্লাহ কর্মের সব খবর রাখেন। (৯) যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন, তা লাভ-ক্ষতির দিন।

আয়াত-৩ ঃ কেননা, মানবজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর যেমন সুন্দর মিল রয়েছে, এমন সুন্দর মিল আর কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নেই। (বঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ এটি কিয়ামতের যথার্থতার ব্যাপারে তৃতীয় আয়াত। যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছঃ) কে শপথ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (ইবৃঃ কাঃ) আয়াত-৮ ঃ এখানে নূর বলে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ হল, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকে দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং আখেরাতের সঠিক তথ্যাদি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্য জরুরী। (মাঃ কোঃ)

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ

যা-লিকা ইয়াওমুত্তাগ-বুন্; অমাইঁ ইয়ু'মিম্ বিল্লা-হি অইয়া'মাল্ ছোয়া-লিহাইঁ ইয়ুকাফ্ফির্ 'আন্হু সাইয়িয়া-তিহী অ

যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দিবেন; আর তাকে এমন

يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

ইয়ুদ্খিল্হু জ্বান্না-তিন্ তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা- লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; যা-লিকাল্ ফাওযুল্

জান্নাতে প্রবেশ করাবেন , যার নিচ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত থাকবে, যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, এটাই মহা

الْعَظِيْمُ ﴿١٠﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ

'আজীম্। ১০। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ~ উলা — য়িকা আছ্হা-বুন্ না-রি খ-লিদীনা

সাফল্য। (১০) কাফের ও আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। কতই না

فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١١﴾ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ

ফীহা-; অবি''সাল্ মাছীর্। ১১। মা ~ আছোয়া-বা মিম্ মুছীবাতিন্ ইল্লা-বিইয্নিল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়ু''মিম্

মন্দ তাদের এ প্রত্যাবর্তন স্থান। (১১) কোন বিপদই আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আসে না, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে,

بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ

বিল্লা-হি ইয়াহ্দি ক্বল্বাহ্; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ১২। অআত্বী 'উল্লা-হা অআত্বী 'উর্ রসূলা

তিনি তার মনকে হেদোয়াত দেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।(১২) আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٣﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ

ফাইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ ফাইন্নামা-'আলা-রসূলিনাল্ বালাগুল্ মুবীন্। ১৩। আল্লাহু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু; অ 'আলাল্লা-হি

নেও, তবে রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার কর। (১৩) আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর আল্লাহর

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ

ফাল্ ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন্। ১৪। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্না মিন্ আয্ওয়া-জ্বিকুম্ অআওলা-দিকুম্ 'আদুওয়্যাল্লাকুম্

ওপরই মু'মিনরা ভরসা করবে। (১৪) হে ঈমানদারেরা! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু,

فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥﴾ اِنَّمَآ

ফাহ্যারূ হুম্ অইন্ তা'ফূ অতাছ্ফাহূ অতাগ্ফিরূ ফাইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ১৫। ইন্নামা ~

সতর্ক থেকো। আর যদি তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ও ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫) নিশ্চয়ই তোমাদের ধন

اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আম্ওয়া লুকুম্ অআওলা-দুকুম্ ফিত্নাহ্; অল্লা-হু 'ইন্দাহূ ~ আজ্ রুন্ 'আজীম্। ১৬। ফাত্তাকুল্লা-হা মাস্তাত্বোয়া'তুম্

ও তোমাদের জন তোমাদের জন্য পরীক্ষামূলক, আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহা-পুরস্কার। (১৬) অতঃপর আল্লাহকে যতদূর সম্ভব

১ ع ১০ ১৫ রুকু

তিন চতুর্থাংশ

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ

অস্‌মাঊ' অআত্বী'উ অআন্‌ফিক্বূ খইরল্ লিআন্‌ফুসিকুম্; অ মাই ইয়ূক্ব শুহ্‌হা নাফ্‌সিহী

ভয় কর; আর তাঁর নির্দেশাবলী শ্রবণ কর, মান ও আনুগত্য কর ও নিজের কল্যাণে জন্যই ব্যয় কর; যারা মনের কার্পণ্য মুক্ত,

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ

ফাউলা — য়িকা হুমুল্ মুফলিহূন্। ১৭। ইন্ তুক্ব্ রিদ্বু ল্লা-হা ক্বারদ্বোয়ান্ হাসানাই ইয়ুদ্বোয়া-ই'ফ্‌হু লাকুম্ অ

এরূপ লোকেরাই আখেরাতে সফলতা লাভ করবে (১৭) আর তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদেরকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও

২ ع ৮ ১৬ রুকু

يَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٨﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ইয়াগ্‌ফির্ লাকুম্; অল্লা-হু শাকূরুন্ হালীম্। ১৮। আ'লিমুল্ গইবি অশ্‌শাহা- দাতিল্ 'আযীযুল্ হাকীম্।

(তোমাদের গুনাহসমূহ) ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও পরম ধৈর্যশীল। (১৮) গুপ্ত ও প্রকাশ্য জানেন, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা ত্বালাক্ব
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

১। ইয়া ~ আইয়ুহান্ নাবিয়ু ইযা-ত্বোয়াল্লাক্ব্‌তুমুন্ নিসা — য়া ফাত্বোয়াল্লিক্বূ হুন্না লিই'দ্দাতিহিন্না অআহ্‌ছুল্ ই'দ্দাতা

(১) হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান করবে, তখন, তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, ইদ্দত গুনবে;

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ

অত্তাক্বু ল্লা-হা রব্বাকুম্ লা-তুখ্‌রিজ্বূ হুন্না মিম্ বুইয়ূতিহিন্না অলা-ইয়াখ্‌রুজ্‌না ইল্লা ~ আই ইয়া"তীনা

তোমাদের রব-আল্লাহকে ভয় করবে, ঘর হতে তাদেরকে বের করবে না; তারাও যেন সেচ্ছায় বের না হয়; আর যদি তারা

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

বিফা-হিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাহ্; অতিল্‌কা হুদূদুল্লা-হ্; অমাইঁয়্যাতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি ফাক্বদ্ জোয়ালামা নাফ্‌সাহ্;

স্পষ্ট পাপে লিপ্ত হয়, তবে তা আলাদা এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজের প্রতি

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿٢﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

লা-তাদ্‌রী লা 'আল্লা-হা ইয়ুহ্‌দিছু বা'দা যা-লিকা আম্‌র-। ২। ফাইযা- বালাগ্‌না আজ্বালাহুন্না ফাআম্‌সিকূ হুন্না

জুলুম করে; আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দিবেন। (২) অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হলে, তখন তাদেরকে

بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا

বিমা'রূফিন্ আওফা-রিক্বূহুন্না বিমা'রূফিঁও অআশ্‌হিদূ যাওয়াই 'আদ্‌লিম্ মিন্‌কুম্ অ আক্বীমুশ্ ১০০

সদ্ভাবে রাখবে বা সদ্ভাবে ছেড়ে দিবে, আর তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী রাখবে; আল্লাহর

الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ

শাহা-দাতা লিল্লা-হ্; যা-লিকুম্ ইয়ূ 'আজু বিহী মান্ কা-না ইয়ু'মিনূ বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খির্; অমাইঁ
ওয়াস্তে সঠিক সাক্ষ্য দিবে। আর এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এটা দ্বারা উপদেশ পাচ্ছে,

يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ

ইয়াত্তাক্বি ল্লা-হা ইয়াজ্ 'আল্ লাহূ মাখ্রজা-। ৩। অইয়ার্যুক্ব্হু মিন্ হাইছু লা-ইয়াহ্তাসিব্; অমাইঁ
যে আল্লাহকে ডরায়, তিনি তারপথ করে দেন, (৩) আর তাকে তখন ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দিবেন, যে আল্লাহতে

يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

ইয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ফাহুওয়া হাস্বুহূ; ইন্নাল্লা-হা বা-লিগু আম্রিহ্; ক্বদ্ জ্বা'আলাল্লা-হু লিকুল্লি শাইয়িন্ ক্বদ্রা।
ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর নিজের ইচ্ছা পূরণকারী, প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।

۝٤ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ

৪। অল্লা — য়ী ইয়াইস্না মিনাল্ মাহীদ্বি মিন্ নিসা — য়িকুম্ ইনির্ তাব্তুম্ ফা'ইদ্দাতুহুন্না ছালা-ছাতু
(৪) আর তোমাদের তালাক প্রদত্তা স্ত্রীদের হায়েয শেষ এবং শুরু হয়নি এমন সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত তিনমাস।

اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۭ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۭ

আশ্হুরিও অল্লা — য়ী লাম্ ইয়াহিদ্বন্; অ উলা-তুল্ আহ্মা-লি আজ্বালুহুন্না আইঁ ইয়াদ্বো'য়া'না হাম্লাহুন্;
আর এখনও যাদের ঋতুস্রাব শেষ হয়নি তাদের ইদ্দত তিনমাস। গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকদের ইদ্দত তাদের গর্ভ খালাস হয়ে যাওয়া।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَمَنْ

অমাইঁইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজ্ 'আল্ লাহূ মিন্ আম্রিহী ইয়ুস্র-। ৫। যা-লিকা আম্রুল্লা-হি আন্যালাহূ ~ ইলাইকুম্; অমাইঁ
যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার সব কাজের সহজ সমাধান দিয়ে থাকেন। (৫) এটা আল্লাহর অবতারিত বিধান, যে

يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়ুকাফ্ফির্ 'আন্হু সাইয়িয়া-তিহী অইয়ু'জিম্ লাহূ ~ আজ্ব্র-। ৬। আস্কিনূহুন্না মিন্ হাইছু সাকান্তুম্
আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন আর তাকে মুছবেন ও মহা পুরস্কার প্রদান করবেন। (৬) সামর্থ্য

مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۗرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۭ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ

মিঁও উজ্দিকুম্ অলাতুদ্বোয়া — ররূহুন্না লিতুদ্বোয়াইয়িক্বূ 'আলাইহিন্; অইন্ কুন্না উলা-তি হাম্লিন্
অনুযায়ী তোমাদের আবাসে তাদেরকে স্থান দিবে, তাদেরকে হয়রানির উদ্দেশ্যে কষ্ট দিও না, যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে গর্ভের

আয়াত-৬ ঃ গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের বাসগৃহ ও খরচ পাওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলী (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ), ইবনে মাস্উদ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীদের মতে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে মোট সম্পদ হতে খরচ দেয়া হবে। আর ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীরা বলেন, তার উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওনা অংশ হতে তার উপর ব্যয় করা হবে। এটিই সটিক মত। (ফতঃ বয়াঃ) ২। সন্তানের খরচ পিতার উপর। গর্ভে থাকাকালীন সময়ে মাতাকে পানাহার ও পরিধেয় দিবে। মাতা দুধপান করালে, অন্যে দুধপান করালে যা দিতে হয়, মাতাকেও তা দিতে হবে। মাতা দুধপান করাতে রাযী না হলে অন্যের দ্বারা দুধপান করাবে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী গর্ভবতী না হলেও ই'দ্দত পর্যন্ত তাকে বাসগৃহ দিতে হবে। (মুঃ কোঃ)

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

ফাআন্ফিক্বূ 'আলাইহিন্না হাত্তা-ইয়াদ্বোয়া'না হাম্লাহুন্না ফাইন্ আর্দ্বোয়া'না লাকুম্ ফাআ-তূ হুন্না উজূ রাহুন্না

সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের পানাহারের ব্যয়ভার বহন করবে। তারা যদি স্তন পান করায়, তবে তাদের প্রতিদান দিও। এ

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٧﴾ لِيُنْفِقْ

অ''তামিরূ বাইনাকুম্ বিমা'রূফিন্ অইন্ তা'আ-সার্তুম্ ফাসাতুরদ্বি'উ লাহূ ~ উখ্রা- ।৭। লিইয়ুন্ফিক্ব

ব্যাপারে পরস্পর সমঝোতা করো। যদি তোমরা অসুবিধায় পড় তবে অন্য ধাত্রীর দুধ পান করাবে। (৭) বিত্তবান ব্যক্তি তার

ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

যূ সা'আতিম্ মিন্ সা'আতিহ্; অমান্ ক্বুদিরা 'আলাইহি রিয্ক্বুহূ ফাল্ইয়ুন্ফিক্ব মিম্মা ~ আ-তা-হু ল্লা-হ্; লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা -হু

সামর্থানুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে অসচ্ছল ব্যক্তি, সে আল্লাহর দান অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে

১ ع ৭ ১৭ রুকু

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٨﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ

নাফ্সান্ ইল্লা-মা ~ আ-তা-হা-;সাইয়াজ্'আলু ল্লা-হু বা'দা 'উস্রিন্ ইয়ুস্র-।৮। অকায়াইয়িম্ মিন্ ক্বার্ইয়াতিন্ 'আতাত্

আল্লাহপাক কাউকে কষ্ট প্রদান করেন না। অবশ্যই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেন। (৮) আর বহু জনপদ তাদের রব ও তাদের নিকট আগত রাসূলদের নির্দেশ

عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ★

'আন্ আম্রি রব্বিহা- অরুসুলিহী ফাহা-সাব্না-হা- হিসা- বান্ শাদীদাঁও অ 'আয্যাব্না-হা-'আযা-বান্ নুক্র-।

পালনে অহংকার করেছিল, ফলে আমি তাদের (কার্যাবলীর) কঠোর হস্তে হিসেব গ্রহণ করেছি, কঠিন শাস্তিও প্রদান করেছি।

﴿٩﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿١٠﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا

৯। ফাযা-ক্বত্ অবা-লা আম্রিহা- অকা-না 'আ-ক্বিবাতু আম্রিহা- খুস্র-।১০। আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ 'আযা-বান্

(৯) অনন্তর তাদের কর্মের শাস্তি ভুগিয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ছিল ক্ষতিই।(১০) আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি

شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ★

শাদীদান্ ফাত্তাক্বু ল্লা-হা ইয়া ~ উলিল্ আল্বা-বি ল্লাযীনা আ-মানূ ; ক্বদ্ আন্যালাল্লা-হু ইলাইকুম্ যিক্র-।

প্রস্তুত করে রেখেছেন, হে জ্ঞানী মু'মিনরা! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের কাছে নাযীল করেছেন উপদেশ বাণী,

মো'আ-১৪

﴿١١﴾ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

১১। রসূলাই ইয়াত্লূ 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি মুবাইয়িনা-তিল্ লিইয়ুখ্রিজাল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্

(১১) এমন একজন রাসূল যিনি তোমাদেরকে (আল্লাহর) স্পষ্ট আয়াত শুনান, যেন তিনি যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম

الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ

ছোয়া-লিহা-তি মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূর; অমাইঁইয়ু''মিম্ বিল্লা-হি অইয়া'মাল্ ছোয়া-লিহাঁই ইয়ুদ্খিল্হু

করেছে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনেন; যে আল্লাহর উপর বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম করে, তাকে প্রবেশ করাবেন

جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۞

জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্ হা-রু খ-লিদীনা-ফীহা ~ আবাদা-; ক্বদ্ আহ্‌সানাল্লা-হু লাহূ রিয্‌ক্বা-।
চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত। তথায় আল্লাহ অবশ্যই তাকে উত্তম রিযিক প্রদান করবেন।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ

১২। আল্লা-হুল্লাযী খলাক্ব সাব্'আ সামা-ওয়া-তিঁও অমিনাল্ আর্‌দ্বি মিছ্‌লাহুন্; ইয়াতানায্‌যালুল্ আম্‌রু বাইনাহুন্না
(১২) আল্লাহ এমন যে, তিনি সাত আসমান ও অনুরূপ সাত যমীন সৃষ্টি করলেন, এ সবের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে তার

لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ۞

লিতা'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীরুঁও অআন্নাল্লা-হা ক্বদ্ আহা-ত্বোয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ ই'লমা-।
বিধান, যেন তোমরা বুঝ, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

সূরা তাহ্‌রীম্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২
রুকূ ঃ ২

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِیْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহান্নাবিয়্যু লিমা-তুহার্‌রিমু মা ~ আহাল্লাল্লা-হু লাকা তাব্‌তাগী মার্‌দ্বোয়া-তা আয্‌ওয়া-জ্বিক্;
(১) হে নবী! আল্লাহ যে বস্তুকে আপনার জন্য বৈধ করেছেন, আপনি তা কেন (নিজের জন্য) হারাম করেন ? নিজের স্ত্রীদের সন্তোষ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۲ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَیْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ

অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ২। ক্বদ্ ফারাদ্বোয়াল্লা-হু লাকুম্ তাহিল্লাতা আইমা-নিকুম্ অল্লা-হু মাওলা-কুম্ অহুওয়াল্
লাভের জন্য, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২) আল্লাহ্ তোমাদের কসম্ থেকে-মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করলেন, তিনিই বন্ধু,

الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝۳ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِیُّ اِلٰی بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِیْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ

'আলী মুল্ হাকীম্। ৩। অইয্ আসার্‌রন্নাবিয়্যু ইলা-বা'দ্বি আয্‌ওয়া-জ্বিহী হাদীছান্ ফালাম্মা-নাব্বায়াত্ বিহী অ-
তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) আর নবী যখন তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন, অতঃপর যখন সে স্ত্রী অন্যকে

اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ

আজ্‌হারহুল্লা-হু 'আলাইহি 'আর্‌রফা বা'দ্বোয়াহূ অআ'রদ্বোয়া 'আম্ বা'দ্বিন্ ফালাম্মা-নাব্বায়াহা বিহী ক্বালাত্ মান্
তা বলে দিল এবং আল্লাহ তা নবীকে জানিয়েছিলেন, তিনি কিছু ব্যক্ত করলেন কিছু অব্যক্ত রাখলেন, স্ত্রীকে বললে সে বলল,

اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِیَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝۴ اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَی اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ

আম্‌বায়াকা হা-যা; ক্বা-লা নাব্বায়ানিয়াল্ 'আলীমুল্ খবীর্। ৪। ইন্ তাতূ বা ~ ইলাল্লা-হি ফাক্বদ্ ছোয়াগাত্ ক্বুলূবুকুমা-
কে জানাল? বললেন, সর্বজ্ঞ জ্ঞানীই জানালেন। (৪) তোমাদের উভয়ের মন বাঁকা হয়ে গিয়েছিল তাই উভয়ে তওবা কর,

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ

অ ইন্ তাজোয়া-হার 'আলাইহি ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়া মাওলা-হু অজিব্‌রীলু অছোয়া-লিহুল্ মু"মিনীনা অল্ মালা — য়িকাতু বা'দা
কিন্তু যদি তোমরা বিরোধিতায় থাক- তবে আল্লাহ্ই তাঁর বন্ধু এবং জিবরাঈল ও নেক্কার মু'মিনরা! অন্য ফেরেশতারাও তার

ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝٥ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ

যা-লিকা জোয়াহীর্। ৫। 'আসা- রব্বুহূ ~ ইন্ ত্বোয়াল্লাক্বকুন্না আই ইয়ুব্‌দি লাহূ ~ আয্‌ওয়া-জান্ খইরাম্ মিন্‌কুন্না মুস্‌লিমা -তিম্
সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে তাঁর রব আরও উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করবেন, যারা

مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝٦ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

মু"মিনা-তিন্ ক্ব-নিতা-তিন্ তা — য়িবা-তিন্ 'আ-বিদা-তিন্ সা — য়িহা-তিন্ ছাইয়িবা-তিঁও অ আব্‌কা-র-।৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ
মুসলিমা, মু'মিনা, অনুগতা, তাওবাকারীনি, ইবাদাতকারীনি, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। (৬) হে মু'মিনরা! জাহান্নামের

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ

ক্বূ ~ আন্‌ফুসাকুম্ অআহ্‌লীকুম্ না-রঁও অক্বূদুহান্ না-সু অল্‌হিজ্বা-রতু 'আলাইহা-মালা — য়িকাতুন্ গিলা-জুন্
আগুন থেকে নিজদেরকে ও স্বজনদেরকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষও পাথর, যেখানে নিয়োজিত আছে কঠোর, নির্মম,

شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

শিদাদুল্লা-ইয়া'ছূনাল্লা-হা মা ~ আমারহুম্ অইয়াফ্'আলূনা মা-ইয়ু'মারূন্।৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা কাফারূ
ও শক্তিশালী ফেরেশ্‌তারা, যারা আল্লাহর আদেশকে তৎক্ষণাৎ মান্য করে, কখনও অমান্য করে। (৭) হে কাফেররা!

১ ع ৭ ১৯ রুকু لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

লা-তা'তাযিরুল্ ইয়াওম্; ইন্নামা-তুজ্‌যাওনা মা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্।৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ
তোমরা আজ ওযর করো না, তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। (৮) হে মু'মিনরা! আল্লাহর

تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

তূবূ ~ ইলাল্লা-হি তাওবাতান্নাছূহা-; 'আসা-রব্বুকুম্ আইঁ ইয়ুকাফ্‌ফির 'আন্‌কুম্ সাইয়িয়া-তিকুম্ অইয়ুদ্‌খিলাকুম্
কাছে খাঁটিভাবে তওবা কর, আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন এবং এমন জান্নাতে

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ

জান্না-তিন্ তাজ্‌রি মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু ইয়াওমা লা-ইয়ুখ্‌যিল্লা-হুন্ নাবিইয়া, অল্লাযীনা
দাখিল করবেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেদিন আল্লাহ নবীকে ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীদেরকে লজ্জিত করবেন না,

اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ

আ-মানূ মা'আহূ নূরুহুম্ ইয়াস্'আ-বাইনা আইদীহিম্ অবিআইমা নিহিম্ ইয়াক্বূলূনা রব্বানা ~
তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানে ছোটাছুটি করবে; তারা বলবে, হে আমাদের রব! নূরকে পূর্ণ করে দিন, আমাদেরকে

أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

আত্‌মিম্ লানা-নূরানা- ওয়াগ্‌ফির্ লানা- ইন্নাকা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৯। ইয়া ~ আইয়্যুহান্নাবিয়্যু জ্বা-হিদিল্ কুফ্‌ফা-রা

ক্ষমা করে দিন, আপনি তো সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী! কাফেরের সাথে তরবারী[১] দ্বারা আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কথার দ্বারা

وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ ضَرَبَ اللَّهُ

অল্ মুনা-ফিক্বীনা অগ্‌লুজ্ 'আলাইহিম্; অমা"ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; অবি"সাল্ মাছীর্। ১০। দ্বোয়ারবাল্লা-হু

যুদ্ধ কর, কঠোর হও। নিঃসন্দেহে তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম, সেটি কতই না নিকৃষ্ট স্থান! (১০) আল্লাহ কাফেরদের

مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ

মাছালাল্ লিল্লাযীনা কাফারুম্ রয়াতা নূহিঁও অম্‌রয়াতা লূত্; কা-নাতা তাহ্‌তা 'আব্‌দাইনি মিন্

জন্য নূহের স্ত্রীর এবং লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন[২], তারা দুজন আমার সৎ ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু সৎ ব্যক্তির অধীনে ছিল;

عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ

ই'বাদিনা-ছোয়া-লিহাইনি ফাখানাতা-হুমা-ফালাম্ ইয়ুগ্‌নিয়া-'আন্‌হুমা-মিনাল্লা-হি শাইয়াঁও অক্বীলাদ্ খুলা ন্না-র

কিন্তু তারা উভয়েই তাদের হক নষ্ট করেছিল, ফলে নবীদ্বয় তাদের উভয়কে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচাতে পারল না, বলা হল, জাহান্নামে

مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ۘ إِذْ

মা'আদ্ দা-খিলীন্। ১১। অদ্বোয়ারবাল্লা-হু মাছালাল্ লিল্লাযীনা আ-মানুম্ রয়াতা ফির'আউন্। ইয্

প্রবেশকারীদের সঙ্গে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। (১১) আর আল্লাহ মু'মিনদের জন্য উপমা দেন ফেরাউনের স্ত্রী

قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

ক্বা-লাত্ রব্বিব্‌নি লী 'ইন্‌দাকা বাইতান্ ফিল্ জ্বান্নাতি অনাজ্বি জ্বিনী মিন্ ফির'আউনা অ 'আমালিহী

আছিয়ার অবস্থা সে বলল, হে রব! আপনার কাছে বেহেশ্‌তে আমার জন্য একখানা ঘর বানান[৩], আমাকে মুক্তি দিন

وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

অনাজ্বি জ্বিনী মিনাল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন। ১২। অমার্‌ইয়ামাব্‌নাতা 'ইম্‌র-নাল্ লাতী ~ আহ্‌ছোয়ানাত্ ফার্‌জ্বাহা-

ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম হতে, আমাকে জালিমদের হাত থেকে উদ্ধার করুন। (১২) আর মরিয়ম বিন্‌তে ইমরানের অবস্থা

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ۞

ফানাফাখ্‌না- ফীহি মির্ রূহিনা- অছোয়াদ্দাক্বত্ বিকালিমা-তি রব্বিহা-অকুতুবিহী অকা-নাত্ মিনাল্ ক্ব-নিতীন্।

যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছে, অনন্তর আমি তাতে রূহ্ ফুঁকিয়েছি, রবের বাণী ও তাঁর কিতাবকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, সে ছিল অনুগতা[৪]।

ওয়াক্বফে লাযেম

ع ২ ৫ ২০ রুকু

টীকা-(১)ঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ তরবারি দিয়ে আর মুনাফিকদের সাথে দলীল প্রমাণ ও সীমা নির্ধারণ করা দিয়ে হবে। (জাঃ বয়াঃ) ২। অর্থাৎ যেভাবে নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ) এর স্ত্রীরা নবীর সান্নিধ্যে থাকার পরও তাদের কোন উপকারে আসে নি। তেমনি কাফেররা মুসলমানদের সাথে থাকলেও তাদের কোন উপকার হবে না, যে পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঈমান না থাকবে। (৩) ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া হযরত মূসা (আঃ) কে লালন-পালন করেছিলেন এবং তাঁর সাহায্যকারিণী ছিলেন। ঈমানের কথা বলায় ফেরাউন তাঁকে হত্যা করলে তিনি শাহাদত বরণ করলেন। (৪) এ দৃষ্টান্তটি মুমিনদের সান্ত্বনার জন্য বর্ণনা করলেন যে, কাফেরদের মধ্যে যদি থাকেও তাতে তাদের কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তারা কাফেরদের মুখাপেক্ষী ন হয়। (ইব্‌ঃ কাঃ)